

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৯৬০

১/ বিবিধ

আরবী

كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أورمحين ضعيف

رواه ابن عدي (2 / 82) عن معاوية بن هشام: حدثنا الحسن بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن أبي أوفى مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيف جدا، الحسن هذا قال الحافظ: "متروك". بل قال الإمام أحمد: "كان منكر الحديث، وأحاديثه موضوعة". والحديث عزاه السيوطي في "الجامع" لابن السني وأبي نعيم في "الطب" عن ابن أبي أوفى. وقال شارحه المناوي: "قال ابن حجر في "الفتح": "وسنده واه". وله شاهد من حديث علي رضي الله عنه: "لا تديموا النظر إلى المجذومين، وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد رمح". وقد خرجته في الكتاب الآخر (1064) من أجل الجملة الأولى، فإن لها إسنادا حسنا وشواهد. وبينت هناك ضعف إسناد هذا الحديث، وقد أخرجه أيضا ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" (1 / 17 / 47) من طريق أبي فضالة، وهو الفرغ بن فضالة الذي من طريقه خرج هناك. وقد بدا لي الآن أن فيه علة أخرى لم أتنبه لها هناك، فوجب بيانها هنا، وهي اختلاف الرواة على ابن فضالة: فمنهم من قال: عن فاطمة بنت حسين عن حسين عن أبيه فجعله من مسند علي، وهي رواية عبد الله بن أحمد. ومنهم من قال: عنها عن أبيها حسين بن علي، فجعله من مسند الحسين، وهي رواية أبي يعلى. ومنهم من قال: عنها عن أبيها حسين بن علي عن أمه فاطمة

قالت - فيما أرى - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله من مسند فاطمة الكبرى رضي الله عنها، وهي رواية الطبري. وكلهم قالوا: " عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أم فاطمة بنت حسين ... إلا عبد الله بن أحمد فقال: عن عبد الله بن عمرو ... إلخ. سقط منه " محمد ابن " والصواب إثباته كما في رواية الآخرين، ولعله سقط من حفظ ابن فضالة أو شيخه عبد الله بن عامر، فإنهما ضعيفان كما ذكرت هناك. والصواب في الحديث أنه من رواية محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت الحسين عن ابن عباس مرفوعا بالشطر الأول منه. كذلك رواه عبد الله بن سعيد ابن أبي هند وابن أبي الزناد عن محمد بن عبد الله به كما تراه مخرجا في " الصحيحة " في المكان المشار إليه آنفا (تنبيه) : لم يتنبه المعلقان على " التهذيب " أن حديث فاطمة الكبرى هو عين حديث علي وابنه الحسين، إلا أن الرواة اختلفوا في إسناده، فقال المعلق: لم أقف عليه

বাংলা

১৯৬০। তুমি কুষ্ঠরোগীর সাথে এমতাবস্থায় কথা বল যে, তোমার আর তার মাঝে এক বর্শা অথবা দু'বর্শী পরিমাণ দূরত্ব রয়েছে।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আদী (২/৮২) মুয়াবিয়াহ ইবনু হিশাম হতে, তিনি হাসান ইবনু আম্মারাহ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আউফা হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ এ হাসান সম্পর্কে হাফিয় ইবনু হাজার বলেনঃ তিনি মাতরুক। বরং ইমাম আহমাদ বলেনঃ তিনি মুনকারুল হাদীস ছিলেন এবং তার হাদীসগুলো বানোয়াট।

হাদীসটিকে সুযুতী “আলজামে” গ্রন্থে ইবনু সুনী এবং আবু নুয়াইমের “আততিব্ব” গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে ইবনু আবী আউফা হতে বর্ণনা করেছেন। আর তার ভাষ্যকার মানবী বলেছেনঃ ইবনু হাজার “আলফাতহ” গ্রন্থে বলেনঃ তার সনদটি দুর্বল। আলী (রাঃ)-এর হাদীস হতে এর একটি শাহেদ রয়েছেঃ

“তোমরা স্থায়ীভাবে কুষ্ঠরোগীদের দিকে দৃষ্টি দিও না। আর তোমরা যখন তাদের সাথে কথা বলবে তখন যেন তোমাদের এবং তাদের মাঝে এক বর্শা পরিমাণ দূরত্ব থাকে।”

আমি এটিকে অন্য কিতাবে তাখরীজ করেছি (১০৬৪) প্রথম বাক্যটির কারণে। কারণ এর সনদটি হাসান এবং এর কতিপয় শাহেদ রয়েছে। আর আমি সেখানে এ হাদীসটির দুর্বল হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। এটিকে ইবনু জারীর ত্ববারানী “তাহযীবুল আসার” গ্রন্থে (১/১৭/৪৭) আবু ফুযালাহ সূত্রে, তিনি হচ্ছেন ফারায় ইবনু ফুযালাহ। এখন আমার নিকট আরেকটি সমস্যা ধরা পড়েছে সেখানে আমি সেটির ব্যাপারে অবগত হইনি। সেটিকে এখানে বর্ণনা করা অপরিহার্য কর্তব্য। আর তা হচ্ছে ইবনু ফুযালার উপর বর্ণনাকারীদের মতভেদঃ তাদের মধ্যে কেউ বলেছেনঃ ফাতেমাহ বিনতু হুসাইন হতে, তিনি হুসাইন হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি হাদীসটিকে আলী (রাঃ)-এর মুসনাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটি হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদের বর্ণনা।

তাদের মধ্য থেকে কেউ ফাতেমাহ হতে, তিনি তার পিতা হুসাইন ইবনু আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি এটিকে হুসাইন (রাঃ)-এর মুসনাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটি হচ্ছে আবু ইয়ালার বর্ণনা।

তাদের মধ্য থেকে কেউ বলেছেনঃ ফাতেমা হতে, তিনি তার পিতা হুসাইন ইবনু আলী (রাঃ) হতে, তিনি তার মাতা ফাতেমা (রাঃ) হতে তিনি বলেনঃ আমার ধারণা- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ...। তিনি এটিকে ফাতেমাতুল কুবরার মুসনাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটি হচ্ছে ত্ববারানীর বর্ণনা।

আর তারা সকলেই বলেছেনঃ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু উসমান হতে, তিনি উস্মু ফাতেমা বিনতু হুসাইন হতে ...। তবে আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ বলেছেনঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আমর হতে ...। তার থেকে মুহাম্মাদ পড়ে গেছে। সঠিক হচ্ছে মুহাম্মাদকে উল্লেখ করা। যেমনটি অন্য দু’জনের বর্ণনায় এসেছে। সম্ভবত ইবনু ফুযালার হিফয হতে অথবা তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আমেরের হিফয হতে পড়ে গেছে। আর তারা দু’জনই দুর্বল যেমনটি সেখানে উল্লেখ করেছি।

হাদীসটির মধ্যে সঠিক হচ্ছে প্রথম বাক্যটি, যেটিকে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু উসমানের বর্ণনায় তার মাতা ফাতেমা বিনতুল হুসাইন হতে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ ইবনু আবী হিন্দ ও ইবনু আবয যিনাদ এটিকে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যেমনটি দেখবেন “সিলসিলাহ সহীহাহ” গ্রন্থে।

সতর্কবাণীঃ “আততাহযীব” গ্রন্থের উপর দু’টীকা লেখক লক্ষ্য করেননি যে, ফাতেমাতুল কুবরার হাদীস হুবহু আলী (রাঃ) এবং তার ছেলে হুসাইনের হাদীসই। কিন্তু বর্ণনাকারীগণ সনদের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। ফলে টীকা লেখক বলেছেনঃ এ সম্পর্কে অবগত হইনি।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72843>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন